ধম্মপদং

(আচার্য বুদ্ধঘোষের ভাষ্য সমেত)

আচার্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির

ও

ভিক্ষু অনোমদর্শী, এম্. এ. সুত্ত-বিসারদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের মহাচার্য
ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত এম্. এ., বি. এল., পি. এইচ. ডি., ডি. লিট্ (লণ্ডন)
মহোদয়ের ভূমিকা সম্বলিত

প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী
কলিকাতা

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া গ্রামজাত
শ্রীনন্দকুমার বড়ুয়ার অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে
তৎপুত্র শ্রীঅরিন্দম বড়ুয়ার অর্থানুকূল্যে
প্রকাশিত

ভূমিকা

ধম্মপদের প্রাচীনত্ব

ধম্মপদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকারদ্বয় তাঁহাদের ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছেন। Prakrit Dhammapada গ্রন্থের অবতরণিকায় অধ্যাপক ৺বেণীমাধব বড়ুয়া ও অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব ও নানাভাষায় উহার সংস্করণ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী উহার সঙ্কলনের কাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে সকল যুক্তিতর্ক প্রয়োগে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার উপর আর নূতন কিছু বলিবার নাই।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের এক শতাব্দী পরে বৌদ্ধসংঘ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় কিন্তু নানা সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা অনেক স্থলে একই বিহারে বাস করিতেন। মনে হয় অশোকের সময় সম্প্রদায়গুলি ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া পৃথক পৃথক স্থানে আবাস গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। যে সমস্ত সম্প্রদায় বৃহদাকার ধারণ করিয়াছিল তাহারা প্রায়ই নিজস্ব ত্রিপিটক সঙ্কলন করিয়া লইয়াছিল,—হয় সংস্কৃত কিংবা পালি অথবা অন্য কোন ভাষায়। প্রবাদ আছে যে মহাসাঙ্ঘিকেরা কোন এক প্রাকৃত ভাষায় তাঁহাদের ত্রিপিটক সঙ্কলন করেন। মহাসাঙ্ঘিকদের গ্রন্থাদি বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। কেবল তাঁহাদের মহাবস্তুখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মহাবস্তুতে দুই তিন স্থানে (মহাবস্তু, II, পৃঃ ২১২ ; III, পৃঃ ৯১, ১৫৬) "ধর্মপদ"কে বলা হইয়াছে ভগবান কথিত [যথোক্তং ভগবতা ধর্মপদেষু] এবং এক স্থানে (মহাবস্তু, III, ৪৩৪ পৃঃ) "সহস্রবর্গ" উল্লেখ করিয়া ২৪টি গাথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গাথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

সহস্রমপি বাচানামনর্থপদসংহিতা।
একা অর্থবতী শ্রেয়া যাং শ্রুত্বা উপশাম্যতি ॥
সহস্রমপি গাথানামনর্থপদসংহিতা।
একা অর্থবতী শ্রেয়া যাং শ্রুত্বা উপশাম্যতি ॥

॥ দুই ॥

যো শতানি সহস্রাণাং সংগ্রামে মনুজা জযে।
যো চৈকং জযে আত্মানং স বৈ সংগ্রামজিৎ বরঃ
যো জযেত সহস্রাণাং মাসে মাসে শতং শতং।
ন সো বুদ্ধে প্রসাদস্য কলামর্ঘতি ষোড়শীং॥
যো জযেত সহস্রাণাং মাসে মাসে শতং শতং।
ন সো ধর্মে প্রসাদস্য কলামর্ঘতি ষোড়শীং॥
যো জযেত সহস্রাণাং মাসে মাসে শতং শতং।
ন সো সংঘে প্রসাদস্য কলামর্ঘতি ষোড়শীং॥
যো জযেত সহস্রাণাং মাসে মাসে শতং শতং।
সো ব সংপন্নশীলানাং কলাং নার্ঘতি ষোড়শীং॥
যো জযেত সহস্রাণাং মাসে মাসে শতং শতং।
ন সো স্বাখ্যাতধর্মাণাং কলামর্ঘতি ষোড়শীং॥
মাসে মাসে কুশাগ্রেণ বালো ভুংজেয ভোজনং।
ন সো বুদ্ধে প্রসাদস্য কলামর্ঘতি ষোড়শীং॥
মাসে মাসে কুশাগ্রেণ বালো ভুংজেয ভোজনং।
ন সো ধর্মে প্রসাদস্য কলামর্ঘতি ষোড়শীং॥
মাসে মাসে কুশাগ্রেণ বালো ভুংজেয ভোজনং।
ন সো সংঘে প্রসাদস্য কলামর্ঘতি ষোড়শীং॥
মাসে মাসে কুশাগ্রেণ বালো ভুংজেয ভোজনং।
ন সো ধ্যানপ্রসাদানাং কলামর্ঘতি ষোড়শীং॥
মাসে মাসে কুশাগ্রেণ বালো ভুংজেয ভোজনং।
ন সো সম্পন্নশীলানাং কলামর্ঘতি ষোড়শীং॥
মাসে মাসে কুশাগ্রেণ বালো ভুংজেয ভোজনং।
ন সো স্বাখ্যাতধর্মাণাং কলামর্ঘতি ষোড়শীং॥
যো চ বর্ষশতং জীবে অগ্নিপরিচরং চরেৎ।
পত্রাহারোচ্ছবাবাসী করোন্তো বিবিধং তপং॥

॥ তিন ॥

যো চৈকং ভাবিতাত্মানং মুহূর্তমপি পূজযেৎ।
সা একপূজনা শ্রেযো ন চ বর্ষশতং হুতং ॥
যৎকিংচিদিষ্টং চ হুতং চ লোকে
সংবৎসরং যজতি পুণ্যপ্রেক্ষী।
সর্বং পি তং ন চতুর্ভাগমেতি
অভিবাদনং উজ্জুগতেষু শ্রেযং ॥
যো চ বর্ষশতং জীবে দুঃশীলো অসমাহিতঃ।
একাহং জীবিতং শ্রেযং শীলবন্তস্য ধ্যাযতো ॥
যো চ বর্ষশতং জীবে কুশীদো হীনবীর্যবান্‌।
একাহং জীবিতং শ্রেযো বীর্যমারংভতো দৃঢ়ং ॥
যো চ বর্ষশতং জীবে অপশ্যং বুদ্ধশাসনং।
একাহং জীবিতং শ্রেযো পশ্যতো বুদ্ধশাসনং ॥
যো চ বর্ষশতং জীবে অপশ্যং ধর্মমুত্তমং।
একাহং জীবিতং শ্রেযো পশ্যতো ধর্মমুত্তমং ॥
যো চ বর্ষশতং জীবে অপশ্যং উদযব্যযং।
একাহং জীবিতং শ্রেযো পশ্যতো উদযব্যযং ॥
যো চ বর্ষশতং জীবে অপশ্যং অচ্যুতং পদং।
একাহং জীবিতং শ্রেযো পশ্যতো অচ্যুতং পদং ॥
যো চ বর্ষশতং জীবে অপশ্যং অমৃতং পদং।
একাহং জীবিতং শ্রেযং পশ্যতো অমৃতং পদং ॥

"ধর্মপদ" হইতে আরও দুইটি গাথা অন্য এক প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যেমন—

যস্য জিতং নাথ জীবতি
জিতং অস্য ন জিনাতি অন্তকো।
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং
অপদং কেন পদেন নেষ্যথ ॥

(মহাবস্তু III, ৯১ পৃঃ)

গতির্মৃগাণাং প্লবণং আকাশং পক্ষিণাং গতিঃ।
ধর্মো গতির্দ্বিজাতীনাং নির্বাণমর্হতাং গতিরিতি॥
(মহাবস্তু II ২১২ পৃঃ; III ১৫৬ পৃঃ)

"ধর্মপদ" উল্লেখ না করিয়া কয়েকটী শ্লোক মহাবস্তুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, যেমন—

সর্বপাপস্যাকরণং কুশলস্যোপসংপদা।
স্বচিত্তপর্যাদাপনং এতদ্বুদ্ধানুশাসনম্॥
(মহাবস্তু III, ৪২০ পৃঃ)

চক্ষুষা সংবরো সাধু সাধু শ্রোত্রেণ সংবরঃ।
ঘ্রাণেন সংবরো সাধু সাধু জিহ্বায সংবরো॥
কাযেন সংবরো সাধু মনসা সাধু সংবরঃ।
সর্বত্র সংবৃতো ভিক্ষুঃ সর্বদুঃখা প্রমুচ্যতে॥
(মহাবস্তু III, ৪২৩ পৃঃ)

কা নু ক্রীড়া কা নু রতী এবং প্রজ্বলিতে সদা।
অন্ধকারস্মিং প্রক্ষিপ্তা প্রদীপং ন গবেষথ॥
কো নু হর্ষো কো নু আনন্দ এবং প্রজ্বলিতে সদা।
অন্ধকারস্মিং প্রক্ষিপ্তা আলোকং ন প্রকাশথ॥
(মহাবস্তু III, ৩৭৬ পৃঃ)

অগ্নিহোত্রমুখা যজ্ঞা সাবিত্রী ছন্দসাং মুখম্।
রাজা মুখং মনুষ্যাণাং নদীনাং সাগরো মুখম্॥
(মহাবস্তু III, ৪২৬ পৃঃ)

এই গ্রন্থে আবার কয়েকটি ধম্মপদের শ্লোক "উদান" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, যেমন—

যস্মিং না মাযা বসতি ন মানং
যো বীতরাগো অনিঘো নিরাসো।

প্রমুন্নক্রোধো অভিনির্বৃতাত্মা
সো ব্রাহ্মণ স শ্রমণো স ভিক্ষুঃ ॥
(মহাবস্তু III, ৪১৮ পৃঃ)

ন মুণ্ডভাবো ন জটা ন পংকো
নানাসনং থণ্ডিলশাযিকা বা।
রজোজলং বোক্কুটুকপ্রহাণং
দুঃখপ্রমোক্ষং ন হি তেন ভোতি ॥
অলংকৃতো বাপি চরেয ধর্মং
ক্ষান্তো দান্তো নিযতো ব্রহ্মচারী।
সর্বেহি ভূতেহি নিবার্য দণ্ডং
সো ব্রাহ্মণো স শ্রমণো স ভিক্ষুঃ ॥
(মহাবস্তু III, ৪১২ পৃঃ)

উপরোক্ত শ্লোক ব্যতীত মহাবস্তুতে আরও অনেক শ্লোক আছে যাহা হইতে মনে হয় যে, ধম্মপদের গাথার আভাসে বহু গাথা প্রাচীন যুগেই রচিত হইয়া ধম্মপদের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল।

মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের কিছু পরে আর একটী সম্প্রাদায় বিরাট আকার ধারণ করে। তাহার নাম সর্বাস্তিবাদ। এই সম্প্রদায়ের বহুগ্রন্থ মধ্য এশিয়া ও কাশ্মীর হইতে পাওয়া গিয়াছে। উহাদের প্রাতিমোক্ষসূত্রের শেষে ধম্মপদের অনেকগুলি শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ক্ষান্তিঃ পরমং তপস্তিতিক্ষা
নির্বাণং পরমং বদন্তি বুদ্ধাঃ।
ন হি প্রব্রজিতঃ পরোপঘাতী
শ্রমণো ভবতি পরান্ বিহেঠযানঃ ॥
চক্ষুষ্মান্ বিষমানীব বিদ্যমানে পরাক্রমে।
পণ্ডিতো জীবলোকেঽস্মিন্ পাপানি পরিবর্জযেত ॥

অনোপবাদোঽনোপঘাতো প্রাতিমোক্ষে চ সংবরঃ।
মাত্রজ্ঞতা চ ভক্তেস্মিন্ প্রান্তং চ শয়নাসনম্॥
অধিচিত্তে সমাযোগ এতদ্ বুদ্ধানুশাসনম্॥
যথাহি ভ্রমরঃ পুষ্পাদ্বর্ণগন্ধাবিহেঠযন্।
দ্রযতে রসমাদায এবং গ্রামে মুনিশ্চরেত্॥
ন পরেষাং বিলোমানি ন পরেষাং কৃতাকৃতম্।
আত্মনস্তু সমীক্ষেত সমানি বিষমানি চ॥
অধিচেতসি মা প্রামোদ্যতো মুনিনো মৌনপদেষু শিক্ষিতাঃ।
শোকা ন ভবন্তি তাযিনঃ উপশান্তস্য সদা স্মৃতিমতঃ॥
দদতঃ পুণ্যং প্রবর্ধতে বৈরং সংযমতো ন চীযতে।
কুশলী প্রজহাতি পাপকং ক্লেশানাং ক্ষযিতস্তু নির্বৃতিঃ॥
সর্বপাপস্যাকরণং কুশলস্যোপসংপদা।
সচিত্তপরিদমনমেতদ্বুদ্ধানুশাসনম্॥
কাযেন সংবরঃ সাধু সাধু বাচাথ সংবরঃ।
মনসা সংবরঃ সাধুঃ সাধুঃ সর্বত্র সংবরঃ॥
সর্বত্র সংবৃতো ভিক্ষুঃ সর্বদুঃখাৎ প্রমুচ্যতে॥
বাচানুরক্ষী মনসা সুসংবৃতঃ কাযেন চৈবাকুশলং ন কুর্য্যাৎ।
এতত্ত্রীকর্মপথান্ বিশোধ্য নারাগযেন্ মার্গমৃষিপ্রবেদিতম্॥
বুদ্ধো বিপশ্যী চ শিখীচ বিশ্বভূ ক্রকুসন্ধঃ কনকমুনিশ্চ কাশ্যপঃ
অনন্তরঃ শাক্যমুনিশ্চ গৌতমো দেবাতিদেব নরদম্যসারথিঃ॥
সপ্তানাং বুদ্ধধীরাণাং লোকনাথাগ্রতাযিনাম্।
উদ্দিষ্টঃ প্রাতিমোক্ষোযং বিস্তরেণ যশস্বিনাম্॥
অস্মিন্ সগৌরবা বুদ্ধা বুদ্ধানাং শ্রাবকাশ্চ যে।
অস্মিন্ সগৌরবা ভূত্বা প্রাপ্তমধ্বমসংস্কৃতম্॥
আরভধ্বং নিষ্ক্রামত যুক্তাধ্বং বুদ্ধশাসনে।
ধুনীত মৃত্যুনঃ সৈন্যং নড়াগারমিব কুঞ্জরঃ॥